কন্ট্রাক্ট ফার্মিং পদ্ধতিতে বাংলাদেশে নিরাপদ ও সংগনিরোধ বালাই মুক্ত রপ্তানিযোগ্য সবজি উৎপাদন এবং রপ্তানির আধুনিক নির্দেশিকা

বাস্তবায়নে

swisscontact

অর্থায়নে

UKaid from the British people

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development and Cooperation SDC

Embassy of Denmark
DANIDA | International Development Cooperation

কন্ট্রাক্ট ফার্মিং পদ্ধতিতে বাংলাদেশে নিরাপদ ও সংগনিরোধ বালাই মুক্ত রপ্তানিযোগ্য সবজি উৎপাদন এবং রপ্তানির আধুনিক নির্দেশিকা

নির্দেশিকা প্রণয়নে

কৃষিবিদ মোঃ আহছান উল্যা, ডিএই
কৃষিবিদ মোঃ আনোয়ার হোসেন খান, ডিএই
কৃষিবিদ মোঃ মনজুরুল ইসলাম, বিএফভিএপিইএ
কৃষিবিদ মোঃ সিরাজুল ইসলাম, অ্যামপ্স

নির্দেশিকা সার্বিক সহযোগিতায়

নাহিন ফেরদৌস, ক্যাটালিস্ট
তামজিদ আহমেদ, ক্যাটালিস্ট
ইসরাত জাহান, বিপিসি

নির্দেশিকা বাস্তবায়ন ও প্রকাশনায়

বাংলাদেশ ফ্রুটস, ভেজিটেবলস্ এন্ড এলাইড প্রোডাক্টস্ এক্সপোর্টারস্ এসোসিয়েশন
এগ্রো প্রোডাক্টস বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল (এপিবিপিসি), বাণিজ্য মন্ত্রনালয়

নির্দেশিকা সহযোগিতায়

এগ্রি-বিজনেস ফর ট্রেড কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (এটিসি-পি)/ক্যাটালিস্ট

প্রকাশকাল সেপ্টেম্বর ২০১৭

CFG
I

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। বাংলাদেশের জলবায়ু ও আবহাওয়া সবজি ও ফল উৎপাদনের জন্য অনুকুল হওয়ায় এ দেশের মাটিতে নানা জাতের প্রচুর পরিমান সবজি ও ফল উৎপাদন হয় এবং দেশের চাহিদা মিটিয়ে আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানি করে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পাশাপাশি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ন অবদান রেখে চলেছে। কিন্তু ইউরোপিয় ইউনিয়নভুক্ত দেশ সমুহ সবজি ও ফল আমাদানিতে যে সকল মানদন্ড নির্ধারণ করেছে তা যথাযথ ভাবে অনুসরণ করতে না পারায় সবজি ও ফল রপ্তানি বাণিজ্য ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। UK Aid, DANIDA এবং SDC এর অর্থায়নে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বিজনেস প্রোমোশন কাউন্সিল ও ক্যাটালিস্ট এর সহযোগিতা এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ট্যাকনিক্যাল সহযোগিতায়, বাংলাদেশ ফ্রুটস, ভেজিটেবলস্ এন্ড এলাইড প্রোডাক্টস্ এক্সপোর্টারস্ এসোসিয়েশনের (বিএফভিএপিইএ) সমন্বয়ে এগ্রি বিজনেস ফর ট্রেড কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট ১০টি জেলায় ২০টি স্থানে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের দলবদ্ধ করে আধুনিক কন্ট্রাক্ট ফামিং এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মান সম্মত রপ্তানি যোগ্য সবজি ও ফল উপাদনে কৃষকের দক্ষতা বাড়ানোর মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের নিমিত্ত সুইস কন্টাক্ট (Swiss Contact) একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

আধুনিক কন্ট্রাক্ট ফার্মিং পদ্ধতিতে উত্তম কৃষি পরিচর্যার (GAP) মাধ্যমে নিরাপদ ও বালাই মুক্ত সবজি ও ফল উৎপাদন করে আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানির কোন বিকল্প নেই। বিষয়টি বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশ ফ্রুটস, ভেজিটেবলস্ এন্ড এলাইড প্রোডাক্টস্ এক্সপোর্টারস্ এসোসিয়েশন রপ্তানি যোগ্য সবজি ও ফল উৎপাদন, সংগ্রহ ও সংগ্রহোত্তর সঠিক ব্যবস্থাপনার সকল তথ্যাদি সংসক্ষনের মাধ্যমে কি ভাবে আন্তর্জাতিক শর্ত মেনে সবজি ও ফলের রপ্তানি বৃদ্ধি করা যায় তার উদ্যোগ নিয়েছে। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে আধুনিক কন্ট্রাকট ফার্মিং পদ্ধতিতে বাংলাদেশে নিরাপদ ও সংগনিরোধ বালাই মুক্ত রপ্তানি যোগ্য সবজি ও ফল উৎপাদন ও রপ্তানির আধুনিক নির্দেশিকাটি প্রনয়ন করা হয়েছে। এই নির্দেশিকাটি সরকারের নির্দেশনার আলোকে উত্তম কৃষি ব্যবস্থাপনার কার্যক্রমসহ কৃষক ও রপ্তানিকারকের স্বার্থ ও আন্তর্জাতিক বাজারের মানদন্ড বজায় রেখে সবজি ও ফল উৎপাদন, সংগ্রহ ও সহ্গ্রহোওর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রপ্তানি করতে একটি গুরুত্বপুর্ণ সহায়ক গাইড হিসেবে কাজ করবে।

নির্দেশিকাটি প্রণয়ন ও পর্যালোচনায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বিজনেস প্রোমোশন কাউন্সিল বিশেষ অবদান রেখেছে। এই নির্দেশিকাটি সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদিত নিরাপদ সবজি ও ফল রপ্তানি বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশীয় বাজারে ক্রেতাদের নিরাপদ সবজি ও ফল সরবরাহ করবে বলে আশা করা হচ্ছে। আধুনিক কন্ট্রাক্ট ফার্মিং নির্দেশিকাটি উৎপাদক, রপ্তানিকারক, গবেষক, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, ছাত্র ও শিক্ষক সকলের বিশেষ উপকারে আসবে বলে প্রত্যাশা করি।

Hossain

এস.এম জাহাঙ্গীর হোসেন
প্রেসিডেন্ট
বিএফভিএপিইএ এবং পরিচালক এফবিসিসিআই

বাণী

রপ্তানি পণ্য বাস্কেটে নতুন নতুন পণ্য সংযোজন ও বাজার বহুমূখীকরণের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সরকারী ও বেসরকারী খাতের যৌথ উদ্যোগে ২০১১ সালে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে এগ্রো প্রোডাক্টস বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল গঠন করা হয়। সেক্টর ভিত্তিক খাতের সামগ্রিক উন্নয়ন ও রপ্তানি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এগ্রো প্রোডাক্টস বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল কৃষিজাত পণ্যের গুণগতমান উন্নয়ন, পরিবেশ বান্ধব উৎপাদন, প্রযুক্তি উন্নয়ন, উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি ও কমপ্লায়েন্সের বিভিন্ন বিষয়ে নানাবিধ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে।

এগ্রি বিজনেস ফর কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (এটিসিপি) এর এগ্রো কম্পনেন্ট কন্ট্রাক্ট ফার্মিং এর মাধ্যমে মানসম্পন্ন রপ্তানিযোগ্য সবজি উৎপাদন ও রপ্তানিকল্পে এগ্রো প্রোডাক্টস বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল (এপিবিপিসি) এর সহায়তায় বাংলাদেশ ফ্রুটস্ ভেজিটেবলস্ এন্ড অ্যালাইড প্রোডাক্টস্ এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিএফভিএপিইএ) এর মাধ্যমে বাংলাদেশের ১০টি জেলার ২০টি স্থানে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের দলবদ্ধ করে কন্ট্রাক্ট ফার্মিং পদ্ধতিতে সবজি চাষ শুরু হয়েছে। এ বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কন্ট্রাক্ট ফার্মিং গাইডলাইন তৈরি করা হয়েছে, যে গাইড লাইনটি অনুসরণ করে কৃষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে। এই নির্দেশিকাটি প্রণয়নে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বিশেষ অবদান রেখেছে।

আমি আশা করি এই কন্ট্রাক্ট ফার্মিং গাইড লাইনটি আর্ন্তজাতিক বাজারে সবজি রপ্তানির ক্ষেত্রে যে সকল প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তা দূরীকরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এই গাইড লাইনটি প্রণয়ন, সম্পাদন ও প্রকাশের সাথে জড়িত সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ফকির ফিরোজ আহমেদ
যুগ্ম-সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও
কো-অর্ডিনেটর, বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল

বাণী

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। এদেশের মানুষের জীবন-জীবিকা কৃষিকে ঘিরে আবর্তিত। শত প্রকারের সবজি সারা বছর ধরে এদেশের মাটিতে জন্মে। সংশ্লিষ্ট অংশীজনের (Stakeholders) প্রচেষ্টার মাধ্যমে বাংলাদেশে সবজি উৎপাদনের একটি মহাবিপ্লব ঘটে গেছে। মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নানা পুষ্টি উপাদানে ভরপুর সবজির ভূমিকা অনন্য ও অসাধারণ। ১৯৯০ সালে সবজি উৎপাদন ছিলো যেখানে ২৬ লক্ষ টন বর্তমানে ২০১৭ সালে সবজির উৎপাদন ১৫২ লক্ষ টন ছাড়িয়ে গেছে। উৎপাদনের পাশাপাশি বেড়েছে সবজির বহুমুখী ব্যবহার। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সবজি রপ্তানি হচ্ছে। কিন্তু সবজি উৎপাদনকারী কৃষক, ক্রেতা/রপ্তানিকারক, ভোক্তাদের মধ্যে সবজির উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, পরিবহন সম্পর্কে জ্ঞানের কিছু সীমাব্দ্ধতা রয়েছে। বিশেষ করে নিরাপদ ও বালাইমুক্ত সবজি ও ফল উৎপাদন, বাজারজাতকরণ ও রপ্তানির ক্ষেত্রে আমরা তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে আছি। আমদানিকারক দেশের চাহিদা পূরণ করতে না পারলে সবজি/ফল রপ্তানির ক্ষেত্রে আমরা ক্রমশঃ পিছিয়ে পড়বো। এ জন্য বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটানোর সাথে জড়িত সকল অংশীজনের দক্ষতা বৃদ্ধি, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয় এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এছাড়া ইউরোপীয় ইউনিয়ন নানা ধরনের আইনকানুন ও বিধিবিধান প্রবর্তনের কারনে রপ্তানির ক্ষেত্রে ননকমপ্লাইয়েন্স হচ্ছে, ফলে সবজি ও ফল রপ্তানির পরিমান হ্রাস পেয়েছে। এ অবস্থা উত্তরণের নিমিত্ত কন্ট্রাক্ট ফার্মিং পদ্ধতিতে উত্তম কৃষি ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম সমূহ ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করে সবজি ও ফল উৎপাদন করে রপ্তানির লক্ষ্যমাত্র অর্জনের অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। নিরাপদ ও বালাইমুক্ত সবজি ও ফল উৎপাদনের জন্য সরকারের নির্দেশনার আলোকে এই কন্ট্রাক্ট ফার্মিং নির্দেশিকাটি বিশেষ অবদান রাখবে।

মোঃ গোলাম মারুফ
মহাপরিচালক
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
খামার বাড়ি, ঢাকা।

বাণী

বাংলাদেশে সারা বছর শতাধিক সবজি ও ফল জন্মে। ফল ও সবজি উৎপাদনের জন্য এদেশের মাটি ও আবহাওয়া অত্যন্ত উপযোগী। বাংলাদেশের সবজি ও ফলের স্বাদ, রং ও পুষ্টির কারনে বাংলাদেশ সহ বিশ্বব্যাপী সবজি ও ফলের চাহিদা দিন দিন বেড়ে চলছে। যার কারনে এদেশে সবজি ও ফল উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি ভোক্তা কর্তৃক গ্রহনের পরিমান বাড়ছে। একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের প্রতিদিন প্রায় ২৫০ গ্রাম সবজি খাওয়া প্রয়োজন। অথচ বাংলাদেশের মানুষ প্রতিদিন গড়ে মাত্র ১৩০ গ্রাম খাচ্ছে। খাওয়ার পরিমান বাড়ানোর জন্য গুনগত মানের সবজির উৎপাদন বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে সবজি ও ফল রপ্তানির সম্ভাবনাও বেড়ে গেছে। তাই বাংলাদেশের জনগোষ্টির জন্য নিরাপদ ও বালাইমুক্ত সবজি ও ফল সরবরাহের পাশাপাশি উন্নত দেশ সমূহের আমদানি শর্ত পূরণ করে নিরাপদ ও বালাইমুক্ত সবজি ও ফল রপ্তানি এখন সময়ের ব্যাপার বলে বিশেষজ্ঞ গণ মনে করেন। অন্যদিকে উইরোপীয় উইনিয়ন সহ উন্নত বিশ্বে শর্ত পূরণ করে সবজি ও ফল রপ্তানি করতে না পারলে নন কমপ্লাইয়েন্সের পরিমান বেড়ে যাবে ফলে বাংলাদেশ অনেক পরিমান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে ব্যর্থ হবে। এ প্রেক্ষিতে কন্ট্রাক্ট ফার্মিং পদ্ধতিতে নিরাপদ ও বালাইমুক্ত সবজি ও ফল উৎপাদনের মাধ্যমে রপ্তানি বাণিজ্য জোরদার করা অতিব জরুরী। কন্ট্রাক্ট ফার্মিং পদ্ধতিতে নিরাপদ ও বালাইমুক্ত সবজি ও ফল উৎপাদনে সকল অংশীজনের সমন্বিত প্রচেষ্টা থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন বলে মনে করি। আন্তর্জাতিক বাজারে সবজি ও ফল রপ্তানির জন্য এধরণের একটি নির্দেশিকা প্রকাশের উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাই। এই বইটি রচনা, সম্পাদনা ও প্রকাশের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে জড়িত সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আশা করি এই নির্দেশিকাটি কৃষক, রপ্তানিকারক, গবেষক, কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট সকলের সহায়ক হিসাবে কাজ করবে।

মোহাম্মদ মহসীন
পরিচালক
উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
খামার বাড়ি, ঢাকা।

FOREWORD

The Agribusiness for Trade Competitiveness Project (ATC-P), branded as Katalyst, is a pioneer market systems development project contributing to sustainable poverty reduction in Bangladesh. It is implemented by Swisscontact under the umbrella of the Ministry of Commerce, Government of Bangladesh. The project has been operating in Bangladesh since 2003 in three phases. The current phase (March 2014 - March 2018) is co-funded by the UK Government, Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), and the Danish International Development Agency (Danida).

Vegetables and fruits are important agriculture products for Bangladesh. With growing income of people and rising awareness on health and nutrition issues, consumption of vegetables and fruits is increasing rapidly in Bangladesh. In recent years, vegetables and fruit exports are also becoming more significant. Realizing this potential, earlier in phase 3, Katalyst had successfully collaborated with Business Promotion Council (BPC) and Bangladesh Fruits, Vegetables and Allied Products Exporters Association (BFVAPEA) in piloting contract farming model in different areas of Bangladesh. After the successful completion of the pilot, Katalyst together with BPC and BFVAPEA have initiated this contract farming guideline, primarily targeting the exporters and farmers.

As Bangladesh aims to further diversify its export base in the agriculture sector, it is crucial to expand vegetables and fruits contract farming to ensure safe production and supply as well as to meet the stringent requirements of the importing countries. We hope, this guideline will prove out to be handy in further strengthening the contract farming system in Bangladesh.

I am very happy to acknowledge this contract farming guideline developed by our project's partner BFVAPEA and BPC. This guideline is expected to be used by different tiers of market actors including exporters and farmers thus ensuring better quality production and traceability.

I want to thank Department of Agriculture Extension for their support and guidance in preparing this guideline. Also, our appreciation and thanks to the BFVAPEA and BPC for publishing this guideline. Lastly, I would like to thank my colleagues from ATC-P/Katalyst for their contribution in preparing the guideline.

Gupta Bahadur Banjara
General Manager
ATC-P/Katalyst

Acronyms

EU	:	European Union
GAP	:	Good Agricultural Practices
GHP	:	Good Hygiene Practices
HACCP	:	Hazard Analysis and Critical Control Points
IPM	:	Integrated Pest Management
IPPC	:	International Plant Protection Convention
MRL	:	Maximum Residual Limit
PEN	:	Pest Exclusion Net
SDG	:	Sustainable Development Goals
SPS	:	Sanitary and Phytosanitary Standard
SWOT	:	Strengths Weaknesses Opportunities & Threats
WTO	:	World Trade Organization

সূচিপত্র

১	ভূমিকা	১
২	কন্ট্রাক্ট ফার্মিং (Contract Farming) পদ্ধতি	১
৩	কন্ট্রাক্ট ফার্মিং পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য	১
৪	কন্ট্রাক্ট ফার্মিং মডেলের ৫টি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান	১
৫	কন্ট্রাক্ট ফার্মিং পদ্ধতির সার্বিক উদ্দেশ্য সমূহ	২
৬	নির্দেশিকা তৈরীর উদ্দেশ্য	২
৭	কন্ট্রাক্ট ফার্মিং পদ্ধতির সুবিধা এবং চ্যালেঞ্জ সমূহ	২-৩
৮	কন্ট্রাক্ট ফার্মিং পদ্ধতির সফলতার শর্ত সমূহ	৪ - ৫
৯	আন্তর্জাতিক বাজারে সবজি রপ্তানির জন্য অত্যাবশ্যকীয় শর্তাবলী	৫-৬
১০	কন্ট্রাক্ট ফার্মিং পদ্ধতির মডেল সমূহ	৬-৭
১১	কন্ট্রাক্ট ফার্মিং পদ্ধতির বাস্তবায়ন ধাপ ও কার্যপ্রণালী	৭
১২	ধাপ-১ ঃ কন্ট্রাক্ট ফার্মিং পদ্ধতির সিদ্ধান্ত ও চুক্তি সম্পাদন	৭
১৩	ধাপ-২ ঃ চুক্তিবদ্ধ চাষীদের দক্ষতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা	৮
১৪	ধাপ-৩ ঃ চুক্তিবদ্ধ চাষের ব্যবসায়িক পরিকল্পনা করা	৮
১৫	ধাপ-৪ ঃ কন্ট্রাক্ট ফার্মিং পদ্ধতির মাঠ পর্যায়ে অপারেশন ধাপ	৮-১২
১৬	ধাপ-৫ ঃ সবজি ও ফল সংগ্রহ, সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা এবং রপ্তানি	১২-১৫
১৭	ধাপ-৬ ঃ মনিটরিং এবং ফিডব্যাক	১৫
১৮	ধাপ-৭ ঃ ধারাবাহিক উন্নয়ন ও টেকসই করণ	১৫
১৯	ধাপ-৮ ঃ কন্ট্রাক্ট ফার্মিং পদ্ধতির সফলতা সম্প্রসারণ করা	১৫
২০	কন্ট্রাক্ট ফার্মিং এর চুক্তিনামার নিবন্ধন ফরম	১৬
২১	রপ্তানিযোগ্য সবজির আধুনিক কন্ট্রাক ফার্মিং পদ্ধতির প্রবাহ চিত্র	ব্যাক পৃষ্ঠা

ভূমিকা

বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি খাদ্য দ্রব্যের চাহিদা বাড়ছে। আধুনিক বিশ্বে সবজি ও ফলের চাহিদা দিন দিন বেড়ে চলেছে। মানুষ এখন অনেক স্বাস্থ্য সচেতন হওয়ায় সবাই স্বাস্থ্যকর খাদ্য পছন্দ করে। উন্নত বিশ্বের পাশাপাশি বর্তমানে উন্নয়নশীল দেশের ক্রেতারাও তাদের খাদ্য কোথা থেকে এসেছে তার সমস্ত তথ্যাদি নিশ্চিত হয়ে খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করতে চায়। বিশেষ করে উন্নত দেশের ক্রেতাগণ সবজি ও ফল স্বাস্থ্য বিধি মেনে উৎপাদন না হলে সবজি ও ফল ক্রয় করতে চায় না। ষড় ঋতুর বাংলাদেশকে সমৃদ্ধ করেছে শত প্রকার সবজি আর শতাধিক ফলের সমাহারে। আমাদের খাদ্য সংস্কৃতির অন্যতম উপাদান হচ্ছে সবজি ও ফল। নানা মৌসুমে নানা প্রকার সবজি ও ফল কৃষকের মাঠ, গ্রামের হাট আর শহরের বাজার ভরে থাকে। সবজি ও ফল বাংলাদেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। সবজি উৎপাদনে বিশ্বে তৃতীয় স্থান অর্জন করে বাংলাদেশ এক গৌরবের মুকুট মাথায় পরেছে। ২০১৭ সালে আমের উৎপাদন ২১ লক্ষ টন এবং সবজির উৎপাদন ১৩৮ লক্ষ টন অতিক্রম করেছে। এ অবস্থায় অভ্যন্তরীন চাহিদা মিটিয়ে বিশ্ববাজারে ফল ও সবজি রপ্তানির অপার সম্ভাবনা তৈরী হয়েছে। তাই বাংলাদেশ থেকে সবজি ও ফল উন্নত দেশে রপ্তানি চলমান ও বৃদ্ধির করার নিমিত্ত এই নির্দেশিকাটি প্রকাশ করা হয়েছে।

কন্ট্রাক্ট ফার্মিং (Contract Farming) পদ্ধতি কি ?

কোন ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাঙ্খিত কৃষি পণ্যের (সবজি/ফল) উৎপাদন এবং গুনগতমান বহুগুণে বৃদ্ধি করার নিমিত্ত চাষী সমাজকে সংগঠিত এবং প্রশিক্ষিত করে কিছু শর্ত সাপেক্ষে ফসল উৎপাদন ব্যবস্থাকে কন্ট্রাক্ট ফার্মিং পদ্ধতি বলে। যে সকল চাষী এই ব্যবস্থার আওতায় আসে তাদেরকে চুক্তিবদ্ধ চাষী (Contract Farmer) বলে।

কন্ট্রাক্ট ফার্মিং পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো ঃ

- আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন সবজি ও ফল উৎপাদন করা যায়।
- সবজি ও ফলের ন্যায্য মূল্য পাওয়া যায়।
- রপ্তানিকারক বা ক্রেতা দ্বারা ক্রয়ের নিশ্চয়তা থাকে
- উপকরণ সরবরাহ ও প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা নিশ্চিত হয়।

কন্ট্রাক্ট ফার্মিং মডেলের ৫টি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো ঃ

১) **ক্রয়ের চুক্তিনামা ঃ** কন্ট্র্যাক্ট ফার্মিং চাষপদ্ধতিতে ক্রেতা বা রপ্তানিকারক বাজার মূল্যের চেয়ে কিছু বেশী মূল্যে উৎপাদনকারীর সাথে ক্রয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হবে। বাজার মূল্যের সাথে সমন্বয় করে কৃষকের সাথে মূল্যের এ চুক্তি হতে পারে সপ্তাহিক, মাসিক বা মৌসুম অনুসারে। চুক্তি টেকসই তখনই হবে যখন ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়ে তাদের সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী কাজ করবে।

২) **উপকরণ সরবরাহ ঃ** রপ্তানিযোগ্য সবজি ও ফল উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ যেমন বীজ, সার, বালাইনাশক ইত্যাদি কৃষক নিজে যোগান দিবে অথবা রপ্তানিকরকের সহযোগিতা নিবে।

৩) **কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান ঃ** ক্রেতা বা রপ্তানিকারক আমদানিকারক দেশের শর্ত (Phytosanitary Import Requirements) পূরণের জন্য উৎপাদনকারী/কৃষককে উত্তম কৃষি পরিচর্যা (GAP), স্বাস্থ্য সম্মত (GHP) ভাবে সংগ্রহ ও সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা বিষয়ক মডিউল অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।

৪) **কালেকশন সেন্টার ঃ** চুক্তির শর্তানুযায়ী কৃষক বা কৃষক দলের প্রতিনিধি রপ্তানিকারকে নির্দিষ্ট ডেলিভারির স্থানে সবজি সরবরাহ করবে। এ জন্য রপ্তানিকারককে ভাল মানের কালেকশন সেন্টার ব্যবহার করতে হবে।

৫) **টেকসই রপ্তানি ও চাহিদা পূরণ ঃ** চুক্তি তখনই টেকসই হয় যখন রপ্তানিকারক আমদানীকারক দেশের শর্তানুসারে সবজি রপ্তানি করতে সমর্থ হয়। যেমন সংগনিরোধ পোকা মুক্ত সবজি সঠিক ভাবে প্যাকিং এবং শিপিং করা।

কন্ট্রাক্ট ফার্মিং পদ্ধতির সার্বিক উদ্দেশ্য সমূহ

- রপ্তানিযোগ্য সবজি ও ফল উৎপাদন বৃদ্ধি করা
- প্রত্যাশা অনুযায়ী সবজি ও ফল উৎপাদন বৃদ্ধি করা।
- আমদানীকৃত সবজির ওপর নির্ভরশীলতা কমানো।
- চাষী ও রপ্তানিকারক/ক্রেতার মাঝে দীর্ঘমেয়াদি সরাসরি ক্রয় বিক্রয় সম্পর্ক স্থাপন করা।
- নিয়মিতভাবে উন্নতজাতের সাথে কৃষকদের পরিচিতি ঘটানো।
- সঠিক সময়ে কৃষকের সবজি ও ফল ক্রয়ের নিশ্চয়তা প্রদান করা।
- নিয়মিতভাবে গুণগত মানসম্পন্ন সবজি ও ফলের কাঁচামাল সরবরাহের মাধ্যমে কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পকে টেকসই করা।
- কৃষকদেরকে তাদের পেশাগত অধিকার ও দক্ষতা বিষয়ে সংগঠিত করা।
- উৎপাদনকারী ও ক্রেতার সাথে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করা।
- পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠির শহরমূখী হওয়ার প্রবণতা হ্রাস করা।
- সরকারের এসডিজির (SDG) লক্ষ্য পূরনে কাজ করা।

নির্দেশিকা তৈরীর উদ্দেশ্য

কন্ট্রাক্ট ফার্মিং নির্দেশিকাটি আধুনিক পদ্ধতিতে কিভাবে সঠিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে রপ্তানিযোগ্য সবজি উৎপাদন করা যাবে সে বিষয়ে গবেষক, বিশেষজ্ঞ, উৎপাদনকারী, রপ্তানিকারক, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাকে পূর্ণাঙ্গ ধারণা প্রদান করার মাধ্যমে রপ্তানি বাণিজ্য শক্তিশালী করা।

কন্ট্রাক্ট ফার্মিং পদ্ধতির সুবিধা এবং চ্যালেঞ্জ সমূহ ঃ

কৃষকের সুবিধা ঃ

- কৃষক উৎপাদিত পণ্যের সঠিক বাজারের পাশাপাশি ন্যায্য মূল্য পায়
- সরবরাহের সাথে সাথে কৃষক মূল্য হাতে পায়।
- কৃষকদের আর্থিক আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়।
- কৃষকের ঝুঁকি কমে।
- সঠিকভাবে পরিচর্যা করার কারনে উৎপাদন বাড়ে ও ক্ষতি কম হয়।
- চাষীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটে।
- প্রযুক্তিগত (চাষপদ্ধতি, শস্য সংগ্রহ, প্যাকিং, পরিবহন ইত্যাদি) সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত হয়।
- সময়মত গুণগত মানসম্পন্ন উপকরণ (বীজ, সার, কম্পোস্ট, বালাইনাশক/ ফেরোমন ফাঁদ ইত্যাদি) পায়।
- কৃষকের ক্ষমতায়ন (জ্ঞান ও দক্ষতা) হয় এলাকার অপর কৃষকদের মাঝে প্রসারিত হয়।
- জমিতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ফসল চাষ করে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়।

ক্রেতা / রপ্তানিকারকের সুবিধা ঃ

- রপ্তানিকারক তার কাঙ্খিত পণ্য/সবজি সময়মত প্রাপ্তির নিশ্চয়তা থাকে ফলে প্রয়োজন মাফিক আন্তর্জাতিক বাজারে সরবরাহ নিশ্চিত করতে পারে
- উৎপাদন ও বিক্রয় পরিকল্পনা নিশ্চিত করা।

- সঠিক সময়ে পণ্য বা সবজি সংগ্রহ নিশ্চিত করা।
- গুণগতমান সম্পন্ন পণ্য বা সবজির (রোগ ও পোকামাকড় মুক্ত) সরবরাহ নিশ্চিত করা
- রপ্তানিকারকের সাথে উৎপাদক এবং আমদানীকারকের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয়, ফলে রপ্তানিকারকের রপ্তানি ও আয় বৃদ্ধি পায়।
- রপ্তানিকারক সহজে সবজি পায় এতে ব্যবসার ঝুঁকি কমে এবং ব্যবস্থাপনা খরচ কমে যায়।
- রপ্তানিকারক আন্তর্জাতিক বাজারের মানদন্ড অনুসারে সবজি উৎপাদন ও রপ্তানি করতঃ নতুন নতুন বাজারে প্রবেশ করতে পারে।
- নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয় বিধায় উৎপাদন খরচ কমে যায় এবং শর্তানুসারে উৎপাদিত সবজি ও ফলের রপ্তানি মূল্য বেশি পাওয়া যায়।
- উৎপাদন ও রপ্তানির কাজে সংশ্লিষ্ট সকলেরই উন্নয়ন ঘটে

দেশের সুবিধা সমূহ

- জমির সঠিক এবং সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষির সার্বিক উন্নয়ন ঘটে।
- শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টির উন্নয়ন ঘটে।
- কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি পায়।
- বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয় ও সরকারের রাজস্ব আয় বাড়ে ফলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়।
- আমদানি নির্ভরতা হ্রাস পায় এবং দেশীয় মুদ্রা সাশ্রয় হয়।
- আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটে।
- পল্লী অঞ্চলের অবকাঠামো উন্নয়ন ঘটে।

চিত্রঃ বৈদেশিক মুদ্রা

কন্ট্রাক্ট ফার্মিং পদ্ধতির প্রধান প্রধান চ্যালেঞ্জ সমূহ

কন্ট্রাক্ট ফার্মিং মডেল একটি কার্যকরি মডেল হওয়া সত্বেও এর কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে যেমনঃ

- উৎপাদনকারী ও ক্রেতা চুক্তি অনুসরণ না করা।
- চুক্তি বাস্তবায়নে ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে সন্দেহ ও অবিশ্বাস থাকা।
- সাইড সেলিং বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। যদি রপ্তানিকারক কৃষককে সঠিক মূল্য ও তথ্য (জমি থেকে সবজি তোলা ও বহন করা) সরবরাহ না করে।
- আবার পণ্যের মূল্য যখন সাধারণ বাজারে কম থাকে তখন ক্রেতা বা রপ্তানিকারক ক্রয় করতে চায় না।
- চুক্তি অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন করতে না পারা।
- সঠিক সময়ে উপকরণ সরবরাহ করতে না পারা।
- জমির পরিমান ছোট ছোট হওয়ায় আর্ন্তজাতিক বাজারের মানদন্ড অনুযায়ী ফল ও সবজি উৎপাদন ও রাপ্তানি না হওয়া।
- সবজি ও ফল সংগ্রহকালীন সময়ে রপ্তানিতে কোন কারনে ইন্টারসেপশন হলে।
- সঠিক সময়ে প্রশিক্ষণ করতে না পারা ।

কন্ট্রাক্ট ফার্মিং পদ্ধতির সফলতার শর্ত সমূহ ঃ

আন্তর্জাতিক বাজারের অনেক দেশেই বাংলাদেশের সুস্বাদু ফল ও সবজির বিশেষ কদর ও চাহিদা আছে। রপ্তানিযোগ্য সবজি ও ফল উৎপাদনে আধুনিক কন্ট্রাক্ট ফার্মিং পদ্ধতিটি ফলপ্রসু করার জন্য অত্যাবশ্যকীয় ৭টি শর্ত হলো ঃ

১) চুক্তি বাস্তবায়নে ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে সন্দেহ ও অবিশ্বাস দূর করা।

২) কৃষক/উৎপাদনকারী বা দলের সাথে ক্রেতা বা রপ্তানিকারকের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়ন।

৩) কৃষক ও রপ্তানিকারককের অর্থনৈতিক সামর্থ এবং সুবিধা ।

৪) কন্ট্রাক্ট ফার্মিং আয়োজন এবং বাধা সমূহ দূর করা।

৫) নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং প্রসারণ ।

৬) বিনোয়োগ পরিবেশ তৈরী ও তৃতীয় পক্ষের সহযোগিতা

৭) সঠিক বিশ্লেষণ এবং পরিকল্পনা।

১) **চুক্তি বাস্তবায়নে ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে সন্দেহ ও অবিশ্বাস দূর করা ঃ** কৃষক ও রপ্তানিকারকের মধ্যে বিশ্বাস স্থাপন অত্যন্ত জরুরী। বিশ্বাস স্থাপনের জন্য রপ্তানিকারকের ভুমিকা বেশী। এর জন্য আলোচনার কোন বিকল্প নেই। উভয় পক্ষ সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে বিশ্বাসের মাত্রা বৃদ্ধি করতে পারে। এজন্য রপ্তানিকারক ঘন ঘন কৃষকের বাড়ি ও খামার পরিদর্শন করতে পারে। চুক্তি অনুয়ায়ী সকল কাজ সঠিক সময়ে সততার সাথে সম্পাদন করতে পারলে বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। কন্ট্রাক্ট ফার্মিং পদ্ধতি টেকসই করার জন্য উভয় পক্ষের নিম্লোক্ত বৈশিষ্ট্য সমূহ থাকা বাঞ্চনীয় ঃ

কৃষকের বৈশিষ্ট্য সমূহ ঃ

- কৃষক উদ্যোগী, আগ্রহী ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে।
- প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত হলে ভাল।
- নতুন প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণ গ্রহণে আগ্রহী হতে হবে।
- রপ্তানিকারকের সাথে নির্ধারিত ফর্মে এসোসিয়েশনের সহযোগিতায় চুক্তিবদ্ধ হতে হবে।
- ক্রিটিক্যাল পণ্য (চিচিঙ্গা, করলা, কাকরোল, বেগুন, পটল) রপ্তানির ক্ষেত্রে উত্তম কৃষি পরিচর্যা (GAP) অনুসরণ করে উৎপাদনে আগ্রহী হতে হবে।
- ক্রিটিক্যাল পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে Traceability এর জন্য রেকর্ডবুক সংরক্ষণ করতে হবে।
- পরিবেশ উন্নয়ন ও সামাজিক বিষয় সমূহ বিবেচনায় রেখে কাজ করতে আগ্রহী হবে।
- স্বাস্থ্য সম্মত খাদ্য উৎপাদন ও পয়ঃনিস্কাশনের বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে।
- ফসল সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে।
- সর্বোপরি বিনিয়োগে আগ্রহী হতে হবে।

রপ্তানিকারক / ক্রেতার বৈশিষ্ট্য সমূহ ঃ

- উদ্যোগী ও সরকারের নীতিমালা অনুযায়ী বিনিয়োগে আগ্রহী হতে হবে।
- ক্রিটিক্যাল পণ্য রপ্তানিতে কৃষকের সাথে নির্ধারিত ফর্মে এসোসিয়েশনের সহযোগিতায় গ্রুপ ভিত্তিতে চুক্তিবদ্ধ হতে হবে।

- সরকারি বিধি বিধান ও আদেশ অনুসারে উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং হতে নিবন্ধিত হতে হবে।
- ক্রিটিক্যাল পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে রপ্তানিকারককে GAP, Traceability, HACCP, MRL অনুসরন করতে হবে।
- নিরাপদ ও সংগনিরোধ বালাইমুক্ত রপ্তানিযোগ্য সবজি ও ফল উৎপাদন, সংগ্রহ, সংগ্রহত্তোর ব্যবস্থাপনা এবং আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানির ক্ষেত্রে WTO-SPS সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে।
- ফসল সংগ্রহ পরবর্তী প্রযুক্তি ও উন্নত প্যাকেজিং বিষয়ে সক্ষমতা থাকতে হবে।
- কৃষক/শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে আগ্রহী হবে।
- প্রতিশ্রুতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবেন।

(২) **চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়ন ঃ** কোন কোন সময় সবজি বা ফলের দাম কম/বেশী হলে কন্ট্রাক্ট ফার্মিং পদ্ধতির চুক্তিটি নাও টিকতে পারে। এ ক্ষেত্রে ফল বা সবজির বাজার মূল্য চুক্তিমূল্য অপেক্ষা কম হলে ক্রেতা বাজার থেকে সবজি বা ফল ক্রয় করার চেষ্টা করেন আবার ফল বা সবজির বাজার মূল্য চুক্তিমূল্য অপেক্ষা বেশি হলে উৎপাদনকারী ক্রেতাকে সরবরাহ না করে বাজারে বেশি দামে বিক্রি করে দেয়। তাই ক্রেতা বা রপ্তানিকারকের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়ন দরকার।

(৩) **কৃষক ও রপ্তানিকারকের অর্থনৈতিক সামর্থ এবং সুবিধা ঃ** রপ্তানিকারকের বিনিয়োগের সামর্থ থাকতে হবে। কারণ এ পদ্ধতিতে কৃষককে অগ্রিম উপকরণ সরবরাহ করতে হতে পারে। সঠিক সময়ে অর্থের যোগান দিতে না পারলে কন্ট্রাক্ট ফার্মিং সফল হয় না।

(৪) **কন্ট্রাক্ট ফার্মিং এর আয়োজন ঃ** কন্ট্রাক্ট ফার্মিং আয়োজনের ক্ষেত্রে কিছু বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেয়া দরকার তা হলো যেমন: এলাকা নির্বাচন, চাষি নির্বাচন, চুক্তি সম্পাদন, মূল্য নির্ধারণ, মূল্য পরিশোধের প্রক্রিয়া, যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় এনে উভয় পক্ষের সমঝোতার মাধ্যমে কন্ট্রাক্ট ফার্মিং আয়োজন করতে হবে। যাতে করে কৃষক ও রপ্তানিকারক উভয়েই উপকৃত হন।

(৫) **নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং প্রসারণ ঃ** নতুন নতুন প্রযুক্তি অন্বেষণ বা উদ্ভাবন ছাড়া ব্যবসায় লাভবান হওয়া যায় না। নতুন নতুন প্রযুক্তি কৃষক ও রপ্তানিকারকের মাঝে প্রসারণের মাধ্যমে কন্ট্রাক্ট ফার্মিং এর সফলতা আসে।

৬) **বিনোয়োগ পরিবেশ তৈরী ও তৃতীয় পক্ষের সহযোগিতা ঃ** বিনোয়োগ পরিবেশ তৈরী করার জন্য সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী করবে। রপ্তানিযোগ্য সবজি উৎপাদন ও রপ্তানির জন্য তৃতীয় পক্ষের সহযোগিতা সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশন, সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার কারিগরি সহায়তা নিয়ে কাজ করতে হবে। অন্যথায় কন্ট্রাক্ট ফার্মিং সফল নাও হতে পারে।

৭) **সঠিক বিশ্লেষণ এবং পরিকল্পনা ঃ** সঠিক ভাবে বাজার বিশ্লেষণ করে কন্ট্রাক্ট ফার্মিং পদ্ধতি ফলপ্রসু করার জন্য পরিকল্পনা মাফিক আমদানীকারকের চাহিদা ও শর্ত অনুযায়ী সবজি ও ফলের জাত নির্বাচন, আবহাওয়া ও পরিবেশ বিশ্লেষণ করে পরিকল্পনা করতে হবে।

আন্তর্জাতিক বাজারে সবজি রপ্তানির জন্য অত্যাবশ্যকীয় শর্তাবলী

বাংলাদেশ থেকে আন্তর্জাতিক বাজারে সবজি ও ফল রপ্তানির জন্য কিছু নিয়ম কানুন মেনে রপ্তানি করতে হয়। যদি নিয়ম অনুযায়ী শর্ত বা শর্ত সমূহ পূরণ করে রপ্তানি করা না হয় তাহলে রপ্তানি বাতিল হয়। যার করনে আন্তর্জাতিক বাজারে সবজি ও ফল রপ্তানির পরিমান কমে যেতে পারে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানির জন্য কৃষককে রপ্তানিকারকের শর্তনুসারে উৎপাদন করে দিতে হয়। রপ্তানিকারক, আমদানীকারকের চাহিদা অনুসারে সবজি ও ফল উৎপাদন করতে কৃষককে সহযোগিতা করবে। আধুনিক কন্ট্রাক্ট ফার্মিং পদ্ধতিটি ফলপ্রসু করার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত করনীয় গুলি অত্যাবশ্যক :

১) **আমদানিকারক দেশ এবং আমদানিকারকের শর্ত পূরণ ঃ** আন্তর্জাতিক বাজারে সবজি ও ফল রপ্তানির জন্য WTO এবং SPS এর নিয়ম অনুযায়ী আমদানীকারক দেশ ও আমদানীকারকের শর্ত মেনে রপ্তানি করতে হয়। এখানে উল্লেখ্য আন্তর্জাতিক বাজারে সবজি ও ফল রপ্তানির জন্য নীচের মানদন্ড অনুযায়ী হতে হবে। যেমন ঃ

- স্যানেটারী এবং ফাইটোস্যানেটারী মানদন্ড (SPS) অনুসরণ করতে হবে।
- সংগনিরোধ/কোয়ারেন্টাইন বালাই মুক্ত হতে হবে, যেমন ঃ ফলের মাছি পোকা (ফ্রুট ফ্লাই), থ্রিপস, সাদা মাছি।
- উৎপাদন এবং সংগ্রহ পর্যায়ে উত্তম কৃষি পরিচর্যা (GAP) অনুসরণ করতে হবে।
- ট্রেস্যাবিলিটির জন্য উৎপাদনের সকল পর্যায়ের তথ্য লিপিবদ্ধ করতে হবে, ইত্যাদি।

২) **ট্রেসাবিলিটি/রেকর্ড সংরক্ষণ ঃ** রপ্তানিযোগ্য সবজি উৎপাদন থেকে শুরু করে রপ্তানি করা পর্যন্ত বিশেষ করে উৎপাদনকালীন সময়ে, ফসল সংগ্রহকালীন সময়ে, সংগ্রহোত্তর পর্যায় এবং রপ্তানির সমস্ত তথ্যাদি নির্দিষ্ট রেকর্ড বুকে সঠিক ভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে। ট্রেসাবিলিটি দুইভাগে হবে, একটি হবে উৎপাদনের শুরু হতে ফসল উত্তোলন ও কালেকশন সেন্টারে প্রেরণ এবং অপরভাগ হচ্ছে কালেকশন সেন্টার হতে পরিবহন শেষে রপ্তানিপূর্ব যাবতীয় কার্যাদি । রেকর্ডবুকে যা থাকতে পারে যেমনঃ

◆ কৃষকের নাম ঠিকানা ◆ জমির বিবরণ ◆ ফসলের বিবরণ ◆ বীজ/চারা রোপণ সময় ও পদ্ধতি ◆ সার ও সার ব্যবহারের বিবরণ ◆ সেচ ও সেচ পানির বিবরণ ◆ রোগ-বালাই ব্যবস্থাপনার বিবরণ ◆ পরিদর্শন তারিখ ও পরামর্শ ◆ আগাছা দমন বিবরণ ◆ ফসল সংগ্রহ ও ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির বিবরণ ◆ ফসল কালেকশন সেন্টারে প্রেরণ ◆ ফসল সর্টিং, গ্রেডিং ◆ পরিবহনের বিবরণ ◆ প্রয়োজনে ট্রিটমেন্ট এবং প্যাকেজিং ◆ জাহাজীকরণ/বিমানে উত্তোলনের বিবরণ ইত্যাদি

চিত্র: তথ্য সংগ্রহের বই

চিত্র: রপ্তানীকারক এবং সংগনিরোধ কর্মকর্তার মাঠ পরিদর্শন

চিত্র: তথ্য সংরক্ষণ পরিদর্শন

কন্ট্রাক্ট ফার্মিং পদ্ধতির মডেল সমূহ

অ-আনুষ্ঠানিক মডেল ঃ এই মডেলে কৃষক এবং রপ্তানিকারক মৌখিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়।

ইন্টার-মিডিয়ারী মডেল ঃ এই মডেলে এক বা একাধিক দল নেতা রপ্তানিকারকের সাথে সবজি উৎপাদনের চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। এখানে দল নেতার সাথে কৃষকের চুক্তি হয়। দলনেতার সাথে রপ্তানিকারকের চুক্তি হয় এবং দলনেতা রপ্তানিকারকের সাথে সকল প্রকার যোগাযোগ সম্পাদন করে থাকে। এই মডেলে কৃষক এবং রপ্তানিকারকের মাঝে দল নেতা থাকে বিধায় একে ইন্টার-মিডিয়ারী মডেল বলে। এই মডেলটি আমাদের দেশের জন্য প্রযোজ্য।

বহুমূখী মডেল ঃ এই মডেল সাধারণত তৃতীয় এজেন্সী যেমন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ব্যাংক, বিমা ইত্যাদি সংস্থা সংযুক্ত থেকে উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে কৃষককে সহযোগিতা করে থাকে।

কেন্দ্রীয় মডেল ঃ এই মডেলে রপ্তানিকারক তার চাহিদা অনুসারে সবজি উৎপাদনের জন্য একটি কেন্দ্রীয় মডেল অনুসরণ করতঃ সকল প্রকার উপকরণ সরবরাহ করার মাধ্যমে কৃষকদেরকে দিয়ে সবজি উৎপাদন করে থাকে।

কন্ট্রাক্ট ফার্মিং পদ্ধতির বাস্তবায়ন ধাপ ও কার্যপ্রণালী

ধাপসমূহ নিম্নরূপ ঃ

ধাপ-১ ঃ কন্ট্রাক্ট ফার্মিং পদ্ধতির সিদ্ধান্ত ও চুক্তি সম্পাদন

ধাপ-২ ঃ চুক্তিবদ্ধ চাষীদের দক্ষতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা

ধাপ-৩ ঃ চুক্তিবদ্ধ চাষের ব্যবসায়িক পরিকল্পনা করা

ধাপ-৪ ঃ কন্ট্রাক্ট ফার্মিং পদ্ধতির মাঠ পর্যায়ে অপারেশন ধাপ

ধাপ-৫ ঃ সবজি ও ফল সংগ্রহ ও সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা ও রপ্তানি

ধাপ-৬ ঃ মনিটরিং এবং ফিডব্যাক

ধাপ-৭ ঃ ধারাবাহিক উন্নয়ন ও টেকসই করণ

ধাপ-৮ ঃ কন্ট্রাক্ট ফার্মিং পদ্ধতির সফলতা সম্প্রসারণ করা

চিত্রঃ কন্ট্রাক্ট ফার্মিং আলোচনা সভা

ধাপ-১ ঃ কন্ট্রাক্ট ফার্মিং পদ্ধতির সিদ্ধান্ত ও চুক্তি সম্পাদন

রপ্তানিকারক /ক্রেতা এবং কৃষক আলোচনার মাধ্যমে উভয়ে লাভবান হবেন এই বিবেচনায় কন্ট্রাক্ট ফার্মিং করার সিদ্ধান্ত নিবেন। নীচের বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

- রপ্তানিযোগ্য সবজি উৎপাদনের জন্য সঠিক এলাকা নির্বাচন করা। যেমন ঃ নরসিংদী, নারায়নগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, কুমিল্লা, যশোর, বগুড়া ইত্যাদি
- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সরেজমিন উইং, উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং ও এসোসিয়েশনের মাধ্যমে অঞ্চল ও ফসল ভিত্তিক এলাকা চিহ্নিত করে সবজি উৎপাদন কার্যক্রম পরিচলনা করতে হবে।
- এলাকা সার্ভের মাধ্যমে কৃষক নির্বাচন করে তাদের তালিকা তৈরী করা।
- উৎপাদনকারী এবং ক্রেতা/রপ্তানিকারকের সাথে চুক্তি সম্পাদন হওয়া। চুক্তির ফরমেট (Annex-1)
- জনবল নিয়োগ ও তাদের দক্ষতা উন্নয়ন।
- কৃষকদেরকে গুণগত মানসম্পন্ন উপকরণ সরবরাহ করা
  যেমন ঃ বীজ, সার, কম্পোস্ট/ভার্মিকম্পোষ্ট, ফেরোমন ফাঁদ, নেট, স্টিকি ট্রাপ, গৌণ পুষ্টি উপাদান ইত্যাদি)।
- কৃষকদের প্রয়োজন অনুযায়ী আর্থিক সহযোগীতা করা।
- ভ্যালু চেইন এক্টরদের উপস্থিতি
- কৃষকদের উৎপাদিত সমুদয় পণ্য ক্রয় করা। ইত্যাদি

ধাপ-২ ঃ চুক্তিবদ্ধ চাষীদের দক্ষতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা

রপ্তানিকারক/ক্রেতা এই ধাপে চুক্তিবদ্ধ চাষীদের জ্ঞান দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এই ধাপে নীচের বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখতে হবে।

চিত্রঃ কৃষক প্রশিক্ষণ

- চাষপদ্ধতি সম্পর্কে কৃষকদের মাঝে উন্নত প্রযুক্তি স্থানান্তর/সরবরাহ।
- নির্বাচিত কৃষকদেরকে জ্ঞান দক্ষতা যাচাই করে উপযুক্ত মডিউলের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
- সবজি ও ফল সংগ্রহের জন্য লোকাল কালেকশন সেন্টার ব্যবহার করা ।

ধাপ-৩ ঃ চুক্তিবদ্ধ চাষের ব্যবসায়িক পরিকল্পনা করা।

রপ্তানিকারক/ক্রেতা এই ধাপে কন্ট্রাক্ট ফার্মিং পদ্ধতি সফল করার জন্য লিখিত পরিকল্পনা তৈরী করবেন। এই ধাপে নীচের বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখতে হবে।

চিত্রঃ ব্যবসায়িক পরিকল্পনা সভা

- উপযুক্ত পরামর্শক নিয়োগ করা।
- সঠিক মডেল নির্বাচন করা।
- কৃষক ও রপ্তানিকারকের সামর্থ, দূর্বলতা, সুযোগ ও বাধা সমূহ সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করে পরিকল্পনা তৈরী করা।
- অর্থের যোগান কোথা থেকে কিভাবে আসবে তার উল্লেখ থাকা।
- কন্ট্রাক্ট ফার্মিং পদ্ধতির পরিধি এবং সার্বিক ব্যবস্থাপনা ।

ধাপ -৪ ঃ কন্ট্রাক্ট ফার্মিং পদ্ধতির মাঠ পর্যায়ে অপারেশন ধাপ

আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশ থেকে কোয়ারেন্টাইন পোকা মাকড় মুক্ত ও নিরাপদ সবজি উৎপাদন এবং রপ্তানি প্রক্রিয়া ফলপ্রসু করার জন্য নিম্মোক্ত কার্যাবলী সঠিক ভাবে অবশ্যই সম্পাদন করতে হবে।

◆ মাটির উপযুক্ততা নির্ণয় ◆ সঠিক বীজ ও কাটিং নির্বাচন ◆ সেচ ও সেচ পানির উৎস ◆ সার ও সার প্রয়োগ ◆ সংগনিরোধ/কোয়োরেন্টাইন পোকা মাকড় ও রোগ দমন ◆ সংগ্রহ এবং সংগ্রহত্তোর সঠিক ব্যাবস্থাপনা ◆ রপ্তানি।

- **মাটির উপযুক্ততা নির্ণয় করা:** যে এলাকা কন্ট্রাক্ট ফার্মিং এর জন্য নির্বাচন করা হয়েছে সেই এলাকার স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তার সহযোগীতায় মাটির নমুনা পরীক্ষা করে সবজি ও ফল উৎপাদনের জন্য উপযোগী কিনা তা নির্নয় করতে হবে। মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমান সঠিক মাত্রায় আছে কিনা। হেভি মেটাল কি পরিমানে আছে তাও জানা দরকার।

চিত্রঃ বিভিন্ন প্রকার জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ মাটি ও বেড তৈরী

- **সঠিক বীজ ও কাটিং নির্বাচন ঃ** আমদানিকারকের চাহিদা অনুযায়ী রপ্তাতিকারককে সবজির উপযুক্ত বীজ/জাত নির্বাচন করতঃ কৃষককে সরবরাহ করতে হবে। বীজ বপন বা রোপণ তারিখ, বীজ শোধন, বীজের উৎস অবশ্যই কন্ট্রাক্ট ফার্মিং পদ্ধতি রেকর্ড বুকে লিপিবদ্ধ করতে রাখতে হবে।

চিত্র: বীজ শোধন

চিত্র: বীজ বপন

চিত্র: চারা উৎপাদন

- **সেচ ও সেচ পানির উৎস ঃ** রপ্তানিযোগ্য সবজি উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত সেচের পানি অবশ্যই দুষন মুক্ত হতে হবে। পানি অবশ্যই ক্ষতিকারক মাইক্রোঅর্গানিজম এবং হেভিমেটাল মুক্ত হতে হবে। প্রয়োজনে পানি পরীক্ষা করে নিতে হবে। জমিতে সেচের পদ্ধতি এবং জমিতে সেচ কতবার দেওয়া হয়েছে সকল তথ্যাদি অবশ্যই রেকর্ড করে রাখতে হবে। জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিকাশের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

চিত্র: নালা পদ্ধতিতে সেচ প্রদান

চিত্র: ড্রিপ পদ্ধতিতে সেচ প্রদান

- **সার ও সার প্রয়োগ ঃ** রপ্তানিযোগ্য সবজি ও ফল উৎপাদনের জন্য সঠিক সার সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে। রাসায়নিক সারের তুলনায় জৈব সারের ব্যবহার বাড়াতে হবে। সারের নাম, সারের পরিমান, সার প্রয়োগের তারিখ, কতবার সার প্রয়োগ করা হয়েছে এর সকল বিবরণ রেকর্ড বুকে লিপিবদ্ধ করতে হবে ।

চিত্র: বিভিন্ন প্রকার জৈব ও রাসায়নিক সার

- **সংগনিরোধ পোকা মাকড় ও রোগ দমন ঃ** সংগনিরোধ পোকা-মাকড় ও রোগমুক্ত সবজি ও ফল আমদানিকারক দেশের শর্তানুসারে রপ্তানির করতে হয়। বর্তমানে জৈবিক পদ্ধতিতে ফেরোমন ফাঁদ বিভিন্ন বর্ণের আঠালো স্টিকার, পেষ্ট একসক্লুশান নেট এবং পেপার ব্যাগ ব্যবহার করে রপ্তানিযোগ্য সবজি ও ফলের পোকা-মাকড় দমন করা হচ্ছে যা অধিক কার্যকরি। রাসায়নিক কীটনাশক পরিমিত মাত্রায় ব্যবহার করতে হবে। নির্বাচিত সবজির জমিতে কোন ধরনের পোকা ও রোগের আক্রমন হয়েছে এবং দমনের জন্য কোন ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে তার সমস্ত তথ্যাদি রেকর্ড বুকে লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে।

চিত্রঃ নেট হাউজে পাতা জাতীয় সবজি উৎপাদন

চিত্রঃ জমিতে ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার

চিত্রঃ জমিতে ফেরোমন ফাঁদ পর্যবেক্ষণ

চিত্রঃ জমিতে নেট হাউজে সবজি চাষ

চিত্রঃ হলুদ আঠালো ফাঁদ

চিত্রঃ ব্লু আঠালো ফাঁদ

চিত্রঃ সাদা আঠালো ফাঁদ

রপ্তানিযোগ্য সবজি ও ফলের সংগনিরোধ পোকা মাকড় ও রোগ দমনে অনুকরনীয় বিষয়াবলী টেবিলে উপস্থাপন করা হলো ঃ

পোকা-মাকড়ের নাম

পোকার নাম ও ছবি	আক্রান্ত সবজি / ফল	সবজির নাম	আক্রমনের স্থান ও ক্ষতির ধরণ	দমন পদ্ধতি
থ্রিপস		বেগুন, ঢেঁড়স, পটল, করলা, কাকরোল, সকল কুমড়া জাতীয় সবজি ও মরিচ	কচি পাতা, ফুল এবং ফল আক্রান্ত হয়। পাতা ও ফুল কুঁকড়ে যায়। বৃতির নীচে ফলে দাগ দেখা যায়। ভাইরাসের বাহক হিসাবে কাজ করে।	রাসায়নিক কীটনাশক এমিডাক্লোপিড, সাদা/ হলুদ/নীল বর্ণের আঠালো বোর্ড/পেপার, বায়ো পেসটিসাইট, বোতলে সবুজ এবং হলুদ লেবেলযুক্ত রাসায়নিক বালাইনাশক ব্যবহার করা। পেষ্ট একসক্লুশান নেট (PEN) ব্যবহার করা।
বেগুনের ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা		বেগুন	কচি ডগা ও ফল আক্রান্ত হয়। ডগা ও ফলের ভিতরে ছিদ্র করে ভিতরে ডিম পারে।	ফেরোমন ফাঁদ, পেষ্ট একসক্লুশান নেট (PEN) ব্যবহার করা সঠিক রাসায়নিক ঔষধ পরিমিত মাত্রায় ব্যবহার করা।
ফ্রুট ফ্লাই / মাছি পোকা		চালকুমড়া, শসা, পটল, করলা, কাকরোল, চিচিঙ্গা, ধুন্দল, লাউ, ঝিংগা, মিষ্টিকুমড়া, মরিচ ইত্যাদি	সাধারনতঃ সবজির ফলে আক্রমন করে। ফলের মধ্যে ছিদ্র করে ডিম পাড়ে এবং ফল বিকৃত হয় এবং পঁচে যায়।	ফেরোমন ফাঁদ/ বিষটোপ ফাঁদ ব্যবহার। আক্রান্ত ফল ধ্বংস করা। পেষ্ট একসক্লুশান নেট (PEN) ব্যবহার করা।
হোয়াইট ফ্লাই/ সাদা মাছি পোকা		বেগুন, ঢেঁড়স চালকুমড়া, শসা, পটল করলা, কাকরোল, চিচিঙ্গা, ধুন্দল, লাউ, ঝিংগা, মিষ্টিকুমড়া, মরিচ, পাট শাক	পাতা, ফুল ও ফল। সাধারনতঃ নিচের পাতার রস শোষণ করে এবং পাতা কুঁচকে যায়। পাতায় শুটিমোল্ড নামক ছত্রাক জন্মায়। ভাইরাসের বাহক হিসাবে কাজ করে।	সাদা/নীল বর্ণের আঠালো বোর্ড/পেপার ব্যবহার করা। পেষ্ট একসক্লুশান নেট (PEN) ব্যবহার করা। রাসায়নিক কীটনাশক বা সাবান পানি পাতার নিচে স্প্রে করতে হবে পরপর ৩/৪ বার।
লিফ মাইনর		বেগুন, ঢেঁড়স, করলা, চালকুমড়া, শসা, পটল কাকরোল, লাউ, চিচিঙ্গা, ধুন্দল, ঝিংগা, বরবটি, মিষ্টিকুমড়া, সীম, মরিচ, পাট শাক, লাল শাক, লেবু	পোকার লার্ভা পাতার অভ্যন্তরে আক্রমণ করে ফলে পাতা নষ্ট হয়ে যায়। পাতায় আঁকাবাকা দাগ তৈরী করে এবং ফ্যাকাশে বর্ণ হয় ফলে পাতা খাদ্য তৈরী করতে পারেনা	আক্রান্ত পাতা ধ্বংস করা। আঠালো হলুদ ফাঁদ ব্যবহার করা। রাসায়নিক কীটনাশক এমিডাক্লোপিড সঠিক মাত্রায় ব্যবহার করা

পোকার নাম ও ছবি	আক্রান্ত সবজি / ফল	সবজির নাম	আক্রমনের স্থান ও ক্ষতির ধরণ	দমন পদ্ধতি
কাটুইপোকা (Spodoptera litura)		ডাঁটা শাক, পুঁই শাক, লাল শাক, পালং শাক, পাট শাক, বাধা কপি, ফুল কপি	পাতা ও কার্ড	পেষ্ট একসক্লুশান নেট (PEN) ব্যবহার করা। ফেরোমন / আলোর ফাঁদ ব্যবহার করা।
পডবোরার/ ফল ছিদ্রকারী পোকা		সীম, বরবটি, মরিচ, ঢেঁড়স	ডগা,পড / ফল আক্রান্ত হয়। ডগা,পড / ফল ছিদ্র করে ভিতরের অংশ খায়।	আইপিএম পদ্ধতি অনুসরণ করা। বোতলে সবুজ এবং হলুদ লেবেলযুক্ত রাসায়নিক বালাইনাশক ব্যবহার করা।

রোগের নাম

রোগের নাম	রোগের ছবি	ফসলের নাম	আক্রমনের স্থান ও ক্ষতির ধরণ	দমন পদ্ধতি
অ্যানথ্রাকনোজ/ পচন রোগ		মরিচ	পাতা এবং ফল আক্রান্ত হয়। পাতা এবং ফল পঁচে যায়।	প্রভেক্স দিয়ে বীজ শোধন করা। ম্যনকোজেব গ্রুপের ছত্রাক নাশক ব্যবহার করা। সেচ প্রদান বন্ধ করা

ধাপ-৫ ঃ সবজি ও ফল সংগ্রহ ও সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা ও রপ্তানি

সবজি ও ফল সংগ্রহ ঃ রপ্তানিযোগ্য সবজি সংগ্রহের সময় অবশ্যই বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সবজি ও ফলের পরিপক্কতার লক্ষণ দেখে সংগ্রহ করতে হবে। কৃষক পর্যায়ে সংগ্রহ ও সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা/করনীয়/বিবেচ্য বিষয় ঃ

- সবজি ও ফলের পরিপক্কতার লক্ষণ (Maturity Index) দেখে সংগ্রহ করতে হবে।
- সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি যেমন অ্যপ্রোন, হ্যান্ড গ্লোভস, জুতা, ক্যাপ, ছুরি, হার্ভেষ্টার, ক্রেট ব্যবহার করতে হবে।
- সাবধানতার সাথে সবজি /ফল সংগ্রহ করতে হবে যাতে কোন প্রকার আঘাত না লাগে।
- সবজি সংগ্রহ সাধারণত সকাল বেলা অথবা পড়ন্ত বিকাল বেলা করতে হবে। এতে ফল বা সবজির বাজারজাত সময়কাল দীর্ঘায়িত হয়।

- সংগ্রহের পর সূর্যালোকের সংস্পর্শে রাখা যাবে না।
- উত্তোলন করার পর পরই ফল/সবজি সাবধানতার সাথে প্লাষ্টিক ক্রেট/বাকেটে রাখতে হবে। বাঁশের ঝুঁড়ি কিংবা খসখসে ঝুঁড়ি ব্যবহার করলে নাড়াচড়ায় সংগ্রহকৃত ফসল আঘাত প্রাপ্ত হতে পারে ফলে উক্ত ফসলে পঁচন দেখা দিতে পারে।
- ফসলের মাঠ থেকে প্যাকিং হাউজ পর্যন্ত পরিবহনের জন্য প্লাস্টিক ক্রেট ব্যবহার করতে হবে।
- সবজি/ফল পরিবহনের জন্য কুল ভ্যান/কাভার্ড ভ্যান ব্যবহার করতে হবে।
- ফল/সবজি সংগ্রহের পূর্বে দাম নির্ধারণ করতে হবে এবং নির্দিষ্ট কৃষক/মালিককে পরিশোধ করতে হবে।
- স্থানীয় প্যাকিং হাউজ নির্মাণ করে সেখানে প্রাথমিক সর্টিং ও গ্রেডিং শেষে কেন্দ্রীয় প্যাকিং হাউজে আনতে হবে।
- পণ্যের Traceability এর জন্য উপজেলা কৃষি অফিসারের নিকট হতে একটি প্রত্যয়নপত্র আনতে হবে।

চিত্রঃ সবজি সংগ্রহের ছুরি

চিত্রঃ প্লাস্টিক ক্রেট

চিত্রঃ মাঠে সবজি সংগ্রহ

চিত্রঃ সবজি ছায়াযুক্ত স্থানে স্থানান্তর

সংগ্রহ ও সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা ঃ রপ্তানিযোগ্য সবজি সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা দুই ভাবে সম্পন্ন হয়ে থাকে যেমন ঃ

ক) লোকাল/স্থানীয়/আঞ্চলিক কালেকশন সেন্টারে স্থানান্তর ঃ

কৃষক থেকে সংগৃহীত রপ্তানিযোগ্য সবজি/ফল রপ্তানিকারকগণকে প্রাথমিকভাবে সর্টিং এবং গ্রেডিং করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হিমায়িত ভ্যানের মাধ্যমে আঞ্চলিক কালেকশন সেন্টারে স্থানান্তর করতে হবে। হিমায়িত ভ্যান ব্যবহার করা সম্ভব না হলে কাভার্ড ভ্যান এবং ভ্যানের চার কোনায় বরফ ব্যাগ ব্যবহার করে দ্রুত কালেকশন সেন্টারে নিয়ে যেতে হবে।

চিত্রঃ সবজি হিমায়িত ভ্যানে স্থানান্তর

চিত্রঃ সবজি বহনকারী হিমায়িত ভ্যান

চিত্রঃ কালেকশন সেন্টারে সবজি স্থানান্তর

খ) কেন্দ্রীয় প্যাকিং সেন্টারে স্থানান্তর ঃ

আঞ্চলিক সংগ্রহ কেন্দ্র থেকে সবজি ভর্তি ক্রেট সমূহ হিমায়িত ভ্যানের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় প্যাকিং সেন্টারে স্থানান্তর করে প্রিকুলিং করতে হবে। এখানে উদ্ভিদ সংগনিরোধ টিমের উপস্থিতিতে সর্টিং, গ্রেডিং প্রয়োজনে ট্রিটমেন্ট করে প্যাকিং এর কাজ সম্পন্ন করতে হয়। তারপর সংগনিরোধ কর্তৃপক্ষকে পরিদর্শনের জন্য অনুরোধ জানাতে হবে। পরিদর্শনের পর কেন্দ্রীয় প্যাকিং হাউজের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত কনসাইনমেন্টের জন্য প্রয়োজনীয় ফাইটোস্যানিটারি সার্টিফিকেট ইস্যু করবেন এবং পরিবহনের জন্যে ব্যবহৃত কুলভ্যান/কাভার্ড ভ্যানটি সিলগালা করে দেবেন। অতঃপর বিমান বন্দরের রপ্তানি কার্যক্রমে দায়িত্বশীল সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার প্রয়োজনীয় পরীক্ষা শেষে বিমানের মাধ্যমে রপ্তানি কার্যক্রম সম্পন্ন হবে।

চিত্র: সবজি কেন্দ্রিয় প্যাকিং হাউজে স্থানান্তর

চিত্র: সবজি সর্টিং-গ্রেডিং

চিত্র: সবজি বরফে ট্রিটম্যান্ট

চিত্র: কেন্দ্রিয় প্যাকিং হাউজ

ইন্সপেকশন বা পরিদর্শন ঃ

রপ্তানিযোগ্য সবজি/ফলে কোন পোকা মাকড় ও রোগ বালাই আছে কিনা এবং আমদানিকারক দেশের আমদানির শর্তাবলী যথাযথভাবে পূরণ হচ্ছে কি না তা সংগনিরোধ কর্মকর্তা চাক্ষুস ভাবে ইন্সপেকশন করেন।

পরিদর্শন তিনটি পর্যায়ে হয়ে থাকে ঃ

- **সবজি উৎপাদন পর্যায়ে ঃ** উদ্ভিদ সংগনিরোধ কর্মকর্তা বা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা সরেজমিনে মাঠ পরিদর্শন করে থাকেন। পরিদর্শনকালে খামার পরিস্কার পরিচ্ছন্ন আছে কিনা, সবজি সুস্থ-সবল কিনা, আগাছা মুক্ত কিনা, রোগবালাই এবং পোকা মাকড় মুক্ত করার পদ্ধতি যথাযথভাবে পূরণ হচ্ছে কিনা তা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

চিত্র: মাঠ পরিদর্শন

চিত্র: মাঠ পরিদর্শন

চিত্র: পোকা-মাকড় সনাক্তকরণ

- **প্যাকেজিং এর সময় ঃ** রপ্তানির উদ্দেশ্যে সবজি/ফল লোকাল কালেকশন সেন্টার থেকে কেন্দ্রিয় প্যাকিং হাউজে আনার পর সংগনিরোধ কর্মকর্তা নিবিড় ভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। পর্যবেক্ষণকালে ফল/ সবজিতে কোন রোগবালাই বা পোকামাকড় পেলে প্যাকিং এর জন্য অযোগ্য ঘোষণা করেন এবং ফাইটোস্যানেটারি সার্টিফিকেট প্রদান করা থেকে বিরত থাকেন। রোগবালাই বা পোকামাকড় না থাকিলে ফাইটোস্যানেটারি সার্টিফিকেট প্রদান করেন। পরিদর্শনের পর প্যাকেটের গায়ে পরিদর্শনকৃত সিল দেয়া হয়। পরিদর্শনকৃত কার্টুনসমূহ পরিদর্শকের উপস্থিতিতে হিমায়িত ভ্যানে তুলে সিলগ্যালা করতঃ বিমান বন্দরে কার্গো ভিলেজে প্রেরণ করা হয়।

চিত্র: ফাইনাল গ্রেডিং এবং প্যাকিং এর জন্য প্রস্তুতকরণ

চিত্র: প্যাকিং এর সময় পরিদর্শন

চিত্র: ফাইনাল প্যাকিং

চিত্র: রপ্তানির জন্য প্যালেটিং

- **বিমান বন্দরে কার্গো ভিলেজে স্থানান্তর ও রপ্তানি ঃ** সিলগালাকৃত কনসাইনমেন্টটি সরাসরি হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের কার্গো ভিলেজে প্রবেশ করবে। সেখানে কার্গো ভিলেজের দায়িত্ব প্রাপ্ত উদ্ভিদ সংগনিরোধ কর্মকর্তা/পরিদর্শক সবজি পরিবহনকারী কুল ভ্যানের সিলগালা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর নমুনা খুলে দেখবেন এবং তার বিবরণ সংশ্লিষ্ট রেজিষ্ট্রারে সংরক্ষণ করবেন। এখানে কাস্টম ক্লিয়ারেন্স সম্পন্ন করা হয়। এরপর সিভিল এভিয়েশন কর্তৃক স্কেনিং করা হয় এবং রপ্তানির জন্য প্রস্তুত করা হয়। অতঃপর বিমানযোগে আমদানীকারকের নিকট পঠানো হয়।

চিত্র: সবজি কার্গো ভিলেজে স্থানান্তর   চিত্র: রপ্তানির জন্য প্রস্তুতকৃত কার্টুন   চিত্র: কার্টুন স্ক্যানিং   চিত্র: বিমানের মাধ্যমে রপ্তানি

ধাপ-৬ ঃ মনিটরিং এবং ফিডব্যাক

এই ধাপের মূল উদ্দেশ্য হলো গুনগত মানসম্পন্ন সবজি/ফল উৎপাদন, সংগ্রহ ও সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ। রপ্তানিকারকের আভ্যন্তরীণ মনিটরিং এবং পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা থাকতে হবে। ক্রেতা বা রপ্তানিকারকের দেয়া নীতিমালা কৃষক সবজি/ফল উৎপাদনের ক্ষেত্রে সঠিকভাবে অনুসরণ করছে কিনা তা রপ্তাকিারককে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। কৃষক উন্নত মানের বীজ, সার, সময়মত পোকামাকড় দমন করে সবজি/ফল উৎপাদন করে কিনা তা নিশ্চিত হতে হবে। কৃষক নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন ও শর্ত অনুযায়ী সঠিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার (এপ্রোন, হ্যান্ডস গ্লাভস পরিধান) করে কিনা তা রপ্তানিকারককে সঠিক ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এ ছাড়া কৃষক পরিপক্কতার লক্ষণ দেখে সংগ্রহ এবং সরবরাহ করে কিনা তা রপ্তানিকারককে মনিটরিং এর মাধ্যমে নিশ্চিত হতে হবে। উৎপাদনকালীন সময়ে রপ্তানিকারক মাঠ পর্যায়ের কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তার পরামর্শক্রমে যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করবে। এখানে উল্লেখ্য উৎপাদন পর্যায়ের বিভিন্ন সময় সবজি/ফল রপ্তানির উপযুক্ততা জানার জন্য এসোসিয়শনের সহযোগীতায় সংগনিরোধ উইং এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে মাঠ পর্যায়ে মনিটরিংয়ের জন্য অনুরোধ জানাবেন। প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক রপ্তানির সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে শেয়ার করতে হবে।

ধাপ-৭ ঃ ধারাবাহিক উন্নয়ন ও টেকসই করণ

এই ধাপের মুল উদ্দেশ্য হলো বিগত সময়ের ভুল ত্রুটি বা শিক্ষণ কাজে লাগিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করে কন্ট্রাক্ট ফার্মিং পদ্ধতিটি সকলের কাছে গ্রহনযোগ্য করে তোলা।

ধাপ-৮ ঃ কন্ট্রাক্ট ফার্মিং পদ্ধতির সফলতা সম্প্রসারণ করা

এই ধাপের মূল উদ্দেশ্য হলো কন্ট্রাক্ট ফার্মিং পদ্ধতির সাথে জড়িত তাদের সফলতা নিয়ে কেস ষ্টাডি (Case study) তৈরী করে সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে শেয়ার করা। এতে কৃষক বা রপ্তানিকারক তার কাজের প্রতি উৎসায়িত হবে। ফলে অন্য নতুন কৃষক ও রপ্তানিকারক কন্ট্রাক্ট ফার্মিং পদ্ধতির সাথে জড়িত হওয়ার জন্য এগিয়ে আসবে। সফলতা মিডিয়ার সাথে শেয়ার করলে অল্প সময়ে অনেক লোক জানতে পারবে। এতে সবজি ও ফল রপ্তানি বাণিজ্য দ্রুত প্রসার লাভ ঘটবে এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

(Annex-1)

কন্ট্রাক্ট ফার্মিং এর চুক্তিনামার নিবন্ধন ফরম

ক) ক্রেতা/রপ্তানিকারক (১ম পক্ষ)

জনাব ঃ-- আইডি নং --

প্রতিষ্ঠান ঃ--ঠিকানা ঃ--

খ) উৎপাদনকারি/কৃষক/কৃষক দলপতি (২য় পক্ষ)

জনাব ঃ--- আইডি নং ---

সার্ভে নং ------------------------------- গ্রাম ঃ---

ইউপি --------------------------------------উপজেলা-----------------------------------জেলা --------------------------------

চুক্তিকৃত জমির পরিমান------------------------------------ শতক।

আমরা উভয় পক্ষ একমত পোষণ করে রপ্তানিযোগ্য হর্টিকালচারাল ফসল (সবজি---------------------/ফল ------------------------ /আলু/পান পাতা) উৎপাদন করতঃ আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানির জন্য নিম্মোক্ত স্বাক্ষিগণের উপস্থিতিতে এই চুক্তিনামা সম্পাদন করলাম

খ) ক্রেতা/রপ্তানিকারকের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

১। রপ্তানিযোগ্য ফল ও সবজি উৎপাদনের জন্য কৃষকের প্রস্তাবিত জমি/প্লটের উপযুক্ততা পরিমাপ ও মূল্যায়ন করা।

২। সরকারের সংশ্লিষ্ট এজেন্সি ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সহায়তার মাধ্যমে মানসম্মত রপ্তানিযোগ্য ফল ও সবজি উৎাদনের জন্য উৎপাদনকারীকে পরামর্শ প্রদান করা।

৩। উৎপাদন মৌসুমের শুরুতে ঘোষিত মূল্য (-------------------টাকা/কেজি) অনুযায়ী নিরাপদ ও সংগনিরোধ বালাইমুক্ত রপ্তানিযোগ্য ফল/সবজি ক্রয় করা। অথবা উভয় পক্ষ প্রতিদিনের বাজার দর অনুসারে চুক্তি সম্পাদন করতে পারে।

৪। ক্রেতা উৎপাদকের সাথে আলোচনার মাধ্যমে পেমেন্টের ধরণ ও সময় নির্ধারণ করবেন।

গ) উৎপাদনকারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

১) উৎপাদনকারী, ক্রেতা/রপ্তানিকারক দ্বারা নির্বাচিত নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে নির্বাচিত রপ্তানিযোগ্য সবজি উৎপাদন করবেন

২) উৎপাদনকারী, রপ্তানিকারকের পরামর্শনুযায়ী নির্দিষ্ট তারিখে জমিতে নির্বাচিত সবজি রোপণ/বপন করবেন

৩) উৎপাদনকারী সবজির বপন/ রোপণ, সেচ, আগাছা দমন, সার প্রয়োগ, বালাই ব্যবস্থাপনা, ফসল সংগ্রহ ও সংগ্রহত্তোর ব্যবস্থাপনা বিষয়ক পরামর্শনুযায়ী উৎপাদন করবেন এবং যাবতীয় রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

৪) উৎপাদনকারীর উপাদিত রপ্তানিযোগ্য সবজির বৈশিষ্ট্য টেবিলে উল্লেখিত মান অনুযায়ী হতে হবে।

ফসলের নাম	রপ্তানিযোগ্য বৈশিষ্ট্য	মন্তব্য

ঘ) চুক্তির সময়কাল ঃ

১) চুক্তির সময়কাল সবজি রোপণ/বপন থেকে সংগ্রহ পর্যন্ত (মৌসুম ভিত্তিক)/অর্ধ-বাৎসরিক/ বাৎসরিক) হতে পারে ।

২) যদি উভয় পক্ষ সন্তুষ্ট হয় তবে এটা নবায়নযোগ্য কিন্ত কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

ঙ) বিবাদ নিস্পত্তি

১) যদি উৎপাদনকারি চুক্তিতে বর্ণিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয় তবে তাকে মৌখিক ও লিখিত ভাবে সতর্ক করা হবে। তিনবার লিখিত ভাবে সতর্ক করার পর রপ্তানিকারক এই চুক্তি অবসান করার অধিকার রাখে।

২) একইভাবে যদি রপ্তানিকারক চুক্তিতে বর্ণিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয় তবে কৃষক এই চুক্তি অবসান করার অধিকার রাখে

৩) কোন কারনে চুক্তির ব্যত্যয় ঘটলে উভয় পক্ষের আলোচনার মাধ্যমে নিস্পত্তি করা হবে।

৪) বিবাদ নিস্পত্তি করা না গেলে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের মধ্যে গ্রহনযোগ্য স্বাধীন সালিশকারকদের নিকট প্রেরণ করা হবে।

চ) স্বাক্ষর ঃ

১) উৎপাদকের নাম ঃ--স্বাক্ষর-------------------------------

২) ক্রেতার নাম ঃ---স্বাক্ষর --------------------------------

৩) স্বাক্ষীর নাম ঃ--স্বাক্ষর ----------------------------

রপ্তানিযোগ্য সবজির আধুনিক কন্ট্রাক ফার্মিং পদ্ধতির প্রবাহ চিত্র

বাংলাদেশ ফ্রুটস, ভেজিটেবলস্ এন্ড এলাইড প্রোডাক্টস্ এক্সপোর্টারস্ এসোসিয়েশন
স্যুইট নং- ১১-১২, ৬ষ্ঠ তলা, রহমানিয়া ইন্টারন্যাশনাল কমপ্লেক্স
২৮/১/সি, টয়নবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।